লেনিন

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাপ্তিস্থান
বর্ম্মন পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক—আবদুল হালিম
গণ-শক্তি পাবলিশিং হাউস
(রুম নং ২৫) ৪১ নং জাকারিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[সকল জাতীয়-পুস্তকের দোকানে প্রাপ্তব্য]

প্রিণ্টার—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩০ নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব হচ্ছেন লেনিন। কি প্রণালী অবলম্বন করে ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস করে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে তার গুরুতর সমস্যার সমাধান এই যুগে একমাত্র লেনিনই করেছেন। আমাদের দেশে যেখানে গান্ধীবাদের ঢোল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা এখনো সজোরে বাজিয়ে চলেন, সেখানে লেনিনের মতবাদের প্রচার হওয়া বিশেষ করে প্রয়োজন হয়েছে বলে মনে করি।

প্রায় এক বৎসর আগে বাংলাদেশের কংগ্রেস-নীতির সমর্থক "আত্ম-শক্তি" পত্রিকার সম্পাদককে বার্লিন থেকে একটি লেখা পাঠিয়েছিলুম ছাপাবার জন্য। আমার উদ্দেশ্য ছিলো যে, গান্ধীভক্ত ন্যাশন্যালিষ্টদের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের যে সব সমস্যা আছে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করা। আমার লেখাটি "আত্মশক্তি"তে ছাপা হয় নি। না ছাপানোর দু'টি কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ হতে পারে এই যে, আমার লেখাটি পুলিশের কৃপায় "আত্মশক্তি"র সম্পাদকের

হাতে পৌঁছায় নি। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে এই যে আমার লিখিত প্রবন্ধটি কংগ্রেসের পলিটিক্‌সের বিরোধী হওয়ায় "আত্মশক্তি"র সম্পাদক ম'শায় প্রবন্ধটি তাঁর কাগজে ছাপান নি।

সেই প্রবন্ধে আমি আমাদেব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েব লোকদের শুধু এইটুকুমাত্র জানাতে চেয়েছিলুম যে, ইযোরোপে গান্ধীব অসামান্য প্রতিপত্তি সম্বন্ধে কংগ্রেসী কাগজগুলো যা লিখে থাকে তাব প্রায় অর্দ্ধেকের উপব হচ্ছে বানানো মিথ্যা। একথা ঠিক যে ইযোবোপের বুর্জ্জোয়াদেব মধ্যে গান্ধীর খাতির যথেষ্ট কিন্তু তাও সব বুর্জ্জোয়াদেব মধ্যে নয। বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর লোকদেব মধ্যে যাবা সবচেযে প্রতিক্রিযাশীল তারাই ইয়োবোপে গান্ধী-ভক্ত বলে নিজেদের জাহিব কবে।

বিপ্লবী ইযোবোপ সম্পূর্ণভাবে গান্ধীবাদের বিরোধী। আর আজকের দিনের ইযোরোপীয় চিন্তাধারা ও ইয়োরোপীয় জীবনেব যাবা কিছুমাত্র খবর রাখে, তারাই জানে যে ইয়োরোপে বিপ্লব একেবারে আসন্ন। সারা দুনিযায় এই বিপ্লবেব কাজ শুরু হ'য়ে গেছে রুশীয় বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে। ভারতবর্ষে আমরা যদি গান্ধীবাদের আফিং খেয়ে ঝিমুতে থাকি আর সেই ঝিমুনোটাকে যদি অত্যন্ত আধ্যাত্মিক ভেবে আত্ম-প্রসাদ লাভ করি, তা'হলে সেটা

আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়। সমস্ত পৃথিবীর বিপ্লব-আন্দোলন থেকে আপনাকে স্বতন্ত্র রেখে ভারতবর্ষ ইম্পিরিয়ালিজমের নাগপাশ ছিন্ন করতে পারবে না।

আমরা ভারতবর্ষের লোক, আমাদের একটি বিশিষ্ট "আধ্যাত্মিক" পলিটিক্স্ আবিষ্কার করতে হবে,—এই শিশুসুলভ জাতীয় আত্মাভিমানকে দূরে ফেলে দিয়ে যতদিন না আমরা বিশ্বের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি ততদিন আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবো।

কাপ্রি,
১৪ই জুন ১৯৩২।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লেনিন

সূচনা

এই বর্ত্তমান যুগ হচ্ছে কম্যুনিজমের যুগ অর্থাৎ কিনা ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস করে শ্রেণীভেদলুপ্ত মানব-সমাজের প্রতিষ্ঠা করবার যুগ। ক্যাপিটালিজমের ধ্বংসসাধন ও শ্রেণীভেদলুপ্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা করণ ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালপ্রসূত রোমান্‌টিক মতবাদ নহে, এই মতবাদ হচ্ছে মানব-সমাজের ইতিহাসের বিভিন্ন অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিচারের ফলস্বরূপ। এই বৈজ্ঞানিক মতবাদের স্রষ্টা হচ্ছেন কার্ল মার্কস্। কার্ল মার্কস্ ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের সমগ্র কাঠামোটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই সমাজের কাঠামোটি ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সমাজের ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন-প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী মূলগত বিরোধের ফলে ভেঙে যেতে বাধ্য। অবশ্য এই ভেঙে যাওয়াটা আপনা আপনি ঘটে উঠবে না কিম্বা ভগবানের

মর্জি মত ঘটবে না। এই ভাঙ্গনের কাজ ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের একটি শ্রেণীকে সম্পূর্ণ চেতন হয়ে আপনার ব্রত করতে হ'বে। সে শ্রেণী হ'চ্ছে শ্রমিকশ্রেণী যাকে মার্কস্ "ক্যাপিটালিজমের কবর খননকারী" বলে অভিহিত করেছেন। মার্কের মতে যে উপায়ে এই শ্রমিকশ্রেণী ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস সাধন করবে, সেই উপায় হচ্ছে 'বিপ্লব'। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায। মার্কসের জীবিত অবস্থায় ক্যাপিটালিজমের শেষ পরিণত অবস্থা —"ইম্পিরিযালিজমের" সূত্রপাত ঘটে নি। তাই এই ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুগের নির্দ্দেশ করা ছাড়া, মার্কসের পক্ষে ইম্পিরিযালিষ্ট যুগের প্রধান লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখান সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে মার্কসের অসাধারণ সংযম তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর সমস্ত 'মতবাদ' ঐতিহাসিক বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের সঙ্গে খামখেয়াল মিশিয়ে তিনি মতবাদের সৃষ্টি করেন নি। এই অসাধারণ সংযম, সামাজিক মতবাদকে বাস্তবতার সামাজিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠা করবার ও তাকে বার বার এই বাস্তবতার দ্বারা যাচাই করে দেখবার অনন্যসাধারণ শক্তি পরবর্ত্তী যুগে আমরা একমাত্র লেনিনের মধ্যে দেখতে পাই। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের

অস্তিত্বের অভাবে মার্কস্ সেখানে থামতে বাধ্য হন লেনিন ঠিক সেইখান থেকে শুরু করে পরবর্ত্তী যুগে ইম্পিরিয়ালিজমের সমস্ত লক্ষণের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। মার্কস্ যখন ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের বিশ্লেষণ করে বিপ্লবের অনিবার্য্যতা প্রমাণ করেছিলেন তখন বিপ্লবের থিয়োরেটিকাল যথার্থতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হলেও বিপ্লবের সমস্ত প্রণালীর বিচারের উপায় ছিলো না। ক্যাপিটালিষ্ট সমাজকে যে বিপ্লব ধ্বংস করবে সে বিপ্লব শুধু ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুগে অর্থাৎ কিনা ক্যাপিটালিজমের শেষ পরিণতির যুগে বাস্তব সমস্যা হয়ে ওঠে। সেই কারণে, তাঁর জীবিত অবস্থায় ইম্পিরিয়ালিজমের অস্তিত্বের অভাবে, মার্কসের পক্ষে সম্ভব হয়নি বিপ্লবের প্রণালী ও বিপ্লবের পরবর্ত্তী কালে প্রলেটারিয়ান ডিক্‌টেটরসিপ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার। প্যারিস কম্যুনের অভিজ্ঞতা থেকে বিপ্লব প্রণালীর যতদূর শিক্ষালাভ করা যায় মার্কস্ তাহা দেখাতে কসুর করেন নি, কিন্তু, সেই অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এমন কোনো মতবাদ তিনি প্রচার করেন নি। এই ক্ষেত্রেও লেনিন মার্কসের আরব্ধ ব্রতকে সম্পন্ন করেছেন। লেনিনের জীবন আলোচনা করবার সময় আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে,

রাশিয়ার প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবের ও বিশ্বব্যাপী প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবের নীতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও সংগঠনের ক্ষেত্রে লেনিন সম্পূর্ণভাবে মার্কসের বৈজ্ঞানিক মতবাদের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

লেনিনের জীবন আলোচনা করার মানে হচ্ছে, রাশিয়াব প্রোলেটারিযান বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস ও বিপ্লবের পরবর্ত্তীকালের ইতিহাসেব আলোচনা করা। লেনিন ও রুশীয় বিপ্লব অভেদ্য যোগসূত্রে বদ্ধ। এদের পরস্পবকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন কবা অসম্ভব।

জন্ম

মধ্যবিত্ত পরিবারে লেনিনের জন্ম হয়। লেনিনের আসল নাম ভ্লাডিমির ইলিইচ্ উলিয়ানভ্। নিকোলাই লেনিন নাম তিনি পরে গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল, রাশিয়ার ভোল্‌গা নদীব ধারে সিমবার্স্ক প্রদেশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। লেনিনের পিতা ছিলেন ডিষ্ট্রিক্‌টের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর। বড ভাই আলেকজান্দার উলিয়ানভ "নারোদনায়া ভোলিয়া" (জনগণের স্বাধীনতা) দলভুক্ত ছিলেন। জারকে হত্যা করবার ষডযন্ত্রের অপরাধে আলেকজান্দার উলিয়ানভ ১৮৮৭ সালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন। লেনিনের বয়স তখন সতেরো বৎসর। লেনিনের বোন শ্রীমতী উলিয়ানভা লেনিনের মৃত্যুর পর যে প্রবন্ধ লেখেন তা' পডলে বোঝা যায় যে.ভাইয়ের প্রাণদণ্ড লেনিনকে কি মর্ম্মান্তিক ব্যথা দিযেছিল। শ্রীমতী উলিয়ানভা এই প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি লিখেছেন :—

"১৮৮৭ সালের বসন্তকালে আমরা আমাদের বড ভাইয়ের প্রাণদণ্ডের খবর পাই। ভ্লাডিমির ইলিইচের

(লেনিনের) সে মুখ কখনো ভুলতে পারবো না। ভ্লাডিমির ইলিইচ আমাকে বললো "না, না, এই পথে আমরা সফল হবো না, এ ঠিক পথ নয়।" এই সময় থেকেই লেনিন সেই পথের জন্যে নিজেকে তৈরী করে তুলতে লাগলেন, তাঁর মতে একমাত্র যে পথ অনুসরণ করে তিনি জারের স্বেচ্ছাচারতন্ত্র ও ক্যাপিটালিজমের নিষ্পেষণ থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করতে পারবেন।" সেই একই সালে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে লেনিনকে ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। লেনিনের বয়স তখন মাত্র সতেরো। বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর বিপ্লবের কার্য্যে তাঁর প্রথম হাতে খড়ি হয় লেনিনগ্রাডে (সেকালের পিটার্সবুর্গে)। এই শহরেই শ্রমিকদের মধ্যে তিনি তাঁর বিপ্লবমূলক কার্য্যের প্রথম সূত্রপাত করেন। শহরের সেই সব অংশে যেখানে শ্রমিকরা বাস করতো লেনিন সেই সব অংশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন, শ্রমিকদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত লোক বেছে নিয়ে ভবিষ্যতের দলের কর্ম্মী তৈরী করে তোলবার জন্যে।

এই সময়ে রাশিয়ার প্রধান শহরগুলিতে বিশেষ করে পিটার্সবুর্গে ও মস্কোতে অনেক ফ্যাক্টরীর পত্তন

হয়। তার ফলে ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। লেনিন তাঁর পলিটিকাল জীবনের প্রারম্ভ থেকে তাঁর সমস্ত শক্তি শ্রমিকদেব মধ্যে বিপ্লবমূলক মার্কসীয় মতবাদ প্রচারের কার্য্যে নিয়োগ করেন। তাঁর এটা বুঝতে বেশী দিন লাগেনি যে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই গ্রামে গ্রামে যে অসংখ্য কৃষক সম্প্রদায় ছড়িয়ে আছে, সেই কৃষকদেব বিপ্লবেব কার্য্যে টেনে নিতে পারে। শিক্ষিত সম্প্রদায়েব গুটিকযেক লোকদের কাজ নয় কৃষকদেব বিপ্লবেব মধ্যে টেনে নেওয়া। শ্রমিকেরা শহরে, ফ্যাক্টরীতে, উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত থাকলেও গ্রামেব সঙ্গে তাদের একটা সহজ যোগাযোগ আছে। সেই কারণে একমাত্র শ্রমিকদেবই সম্ভব গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবের বার্ত্তা প্রচার করা ও শ্রমিকেরা বিপ্লব শুরু করলে সেই বিপ্লবেব সাহায্যেব কাজে কৃষকদের যোগ দেওয়ানো।

শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ কষ্টের আলোচনা নিয়েই লেনিন প্রথম তাঁর লেখা শুরু করেন। শ্রমিকদের দুর্দ্দশাই শ্রমিকদের উপর কলের কর্ম্মচারীদের দুর্ব্যবহার, নানা ছুতোয শ্রমিকদের মাইনে কেটে নেওয়া প্রভৃতি শ্রমিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি নিয়ে লেনিন প্রবন্ধ

লিখতে শুরু করেন। সহকর্ম্মী শ্রমিকদের সাহায্যে গোপনে বে-আইনী ভাবে কাগজ ছাপিয়ে বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ কবতে থাকেন। এর থেকে কেউ যেন এই ভ্রান্ত ধারণা না করে বসেন যে, লেনিন কেবলমাত্র শ্রমিক-জীবনেব এই দৈনন্দিন দুর্দ্দশাব আলোচনা করে ক্ষান্ত ছিলেন। লেনিন তাঁর প্রবন্ধ গুলিতে বারম্বার করে শ্রমিকদের বুঝিযে দিতে চেষ্টা করলেন যে শ্রমিকদের এই ইকনমিক আন্দোলনেব সঙ্গে পলিটিক্যাল আন্দোলনের কি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। লেনিন শ্রমিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে দেখালেন যে, যেই একটি কলে শ্রমিকেরা হরতাল করে নিছক মাইনে বৃদ্ধি করবাব জন্যে কিম্বা ঐ ধরণের অন্য কোন কারণে, অমনি কলের মালিক পুলিশের সাহায্য নিযে শ্রমিকদের অকথ্য অত্যাচার করতে ক্রুটি করে না। এর থেকেই ইকনমিক-সের সঙ্গে পলিটিক্সের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রমাণ হচ্ছে। ক্যাপিটালিষ্ট গভমেণ্ট হচ্ছে কলওয়ালাদের গভমেণ্ট।

গ্রেপ্তার

লেনিনগ্রাডের শ্রমিকদের মধ্যে এই বে-আইনী কাগজ প্রচার করবাব কালেই লেনিন প্রথম বারেব মত গ্রেপ্তাব হন। কাবাগার থেকে গোপনে গোপনে লেনিন তাঁব লেখা কারাগাবের বাইবে সহকর্ম্মীদের পাঠাতে থাকেন। সাইবেরিয়ায নির্ব্বাসন কালে লেনিন "রাশিয়ায কাপিটালিজমেব সম্প্রসারণ" ও "রুশীয় সোশাল ডেমোক্রাটদেব কর্ত্তব্য" নামে তাঁব দুটি সুপ্রসিদ্ধ বই লেখা শেষ করেন। "বাশিয়ায় কাপিটালিজমের সম্প্রসারণ" গ্রন্থে লেনিন অতি পরিষ্কাব ভাবে বাশিয়ার তদানীন্তন ইকনমিক অবস্থা বিবৃত কবেন ও ভবিষ্যতে রাশিযাব ইকনমিক জীবন কোন্ পথ ধরে চলবে তা' অসাধারণ স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্দ্দেশ করেন। নারোদনিকিরা (জনগণেব স্বাধীনতা বাদীরা) বরাবর বলতেন যে রাশিয়াতে ক্যাপিটালিজম কখনো প্রবেশ করতে পারে না, রাশিয়াতে ক্যাপিটালিজমের অস্তিত্বই নেই, কৃষকদের মধ্যে ইকনমিক পার্থক্য আদবেই নেই। লেনিন তাঁর এই গ্রন্থে নারোদনিকিদের সমস্ত ভ্রান্তি নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করে

দিলেন। ষ্টাটিসটিক্সের সাহায্যে তিনি দেখালেন যে রাশিয়াতে ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন প্রণালী কি পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়েছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। লেনিন এই বইয়েতে দেখালেন যে কৃষকদের মধ্যে ইকনমিক পার্থক্য নেই—নারোদনিকিদের এই মতবাদ কতদূর ভ্রান্ত। তিনি দেখালেন যে গ্রামে ধনী কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক ও গরীব কৃষকদের মধ্যে অতি সুনির্দ্দিষ্ট ইকনমিক প্রভেদ আছে। যে প্রভেদের ফলে এই তিন দলের মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব চলছে। তিনি আরো দেখালেন যে রাশিয়ায় ক্যাপিটালিজমের প্রসারের ফলে শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হবে যে শ্রমিক-শ্রেণী বিপ্লবের কালে তার দলের সাহায্যে কৃষকদের বিপ্লবের সহযোগিতার কার্য্যে আকর্ষণ করবে। "রুশীয় সোশাল ডেমোক্রাটদের কর্ত্তব্য" নামক গ্রন্থে লেনিন দেখালেন যে বুর্জ্জোয়াদের শাসন থেকে জনগণকে যে বিপ্লব মুক্তি দেবে সেই বিপ্লবের প্রধান শক্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী।

তিন বৎসর নির্ব্বাসনে যাপনের পর লেনিন রাশিয়া ত্যাগ করে বিদেশে গেলেন। তাঁর বিদেশ যাবার উদ্দেশ্য হোল রাশিয়ার বাইরে থেকে বিপ্লবমূলক সংবাদপত্রের সম্পাদন করা। এই উদ্দেশ্য সফল হোল। লেনিন,

*

প্লেখানভ্ ও মারটভের সাহায্যে রাশিয়ার বিপ্লবমূলক শ্রমিক-সংগঠনের মুখপত্র স্বরূপ ইস্ক্রা (আগুনের ফুল্কি) নামে পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকা রাশিয়ার বিপ্লব-মূলক আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। বিপ্লব-মূলক মতবাদকে শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ইস্ক্রা যে কাজ করেছে তা' অতুলনীয়। প্রত্যেক শহরে যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিলো সেখানে ইস্ক্রাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকেরা সঙ্ঘ গড়ে তুলতে লাগলো। এই সঙ্ঘগুলি "শ্রমিকশ্রেণীব মুক্তি-দাতৃ সংগ্রাম-সঙ্ঘ" বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

পার্টি কংগ্রেস

১৮৯৮ সালে মিন্‌স্ক শহবে রাশিযার সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের পত্তন করা হয। ১৯০৩ সালে দলের দ্বিতীয় কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। অধিবেশন শুরু হয় ব্রুসেল্‌সে, কিন্তু নানা কাবণে কনফারেন্স অসমাপ্ত অবস্থায থাকে। পরে লণ্ডনে কনফারেন্সের অধিবেশন শেষ কবা হয। এই লণ্ডনেব কনফাবেন্সেই মতের বিভিন্নতাব দরুণ রুশীয় সোশাল ডেমোক্রাটিক দল "বল্‌শেভিক্‌" ও "মেন্‌শেভিক" এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। মতের বিভিন্নতা যে বিষয় নিয়ে ঘটে সেই বিষযটি হচ্ছে এই। লণ্ডনের কনফারেন্সে লেনিন প্রস্তাব আনেন যে, দলের প্রত্যেক সভ্যকে আইন-বিরুদ্ধ গুপ্ত আন্দোলনের কাজ করতে হবে। যারা এই আইন-বিরুদ্ধ কাজ করতে সম্মত নয তারা লেনিনের মতে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের সভ্য হবার অধিকারী নয়। অ্যাক্সেলরড প্রভৃতি একদল সোশাল ডেমোক্রাট যারা পরে মেন্‌শেভিক্‌ বলে খ্যাত

হয়, তারা লেনিনের এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরুদ্ধতা করলো। এদের মতে প্রফেসর, কলেজের ছাত্র, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইন ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলকে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলে প্রবেশ কববার সুযোগ দেওয়া উচিত। ঠিক এই মতবাদকে নাকচ করে দেবার জন্যেই লেনিন তাঁব প্রস্তাব এনেছিলেন। বিপ্লবমূলক শ্রমিকসঙ্ঘকে এই সব সুবিধাবাদী শিক্ষিতদের সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করাই ছিলো লেনিনের উদ্দেশ্য। ১৯০৫ সালেব বিপ্লবের আগে পর্য্যন্ত এই শিক্ষিত সম্প্রদাযের অনেকেই মার্কসের বই থেকে উদ্ধৃত কবে বুলি আওডাতো এবং নিজেদের সোশাল ডেমোক্রাট বলে প্রচাব করতো। আসলে কিন্তু এরা বুর্জ্জোয়া শ্রেণীব উদারনৈতিক (liberal) দলের লোক ছাডা আব কিছুই ছিলো না। এরা নিজেদের গা' বাঁচিয়ে যতদিন কথাব চাল দিযে চলতো ততদিন নিজেদের সোশাল ডেমোক্রাট বলে জাহির কবতে কসুর করতো না, কিন্তু বে-আইনী গুপ্ত বিপ্লবমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দিযে নিজেদের বিপদাপন্ন করবার মত মুবদ এদের কারো ছিলো না। এই বিপ্লবের বুলি আওড়াতে মজবুত অথচ আসল কাজের বেলা পশ্চাৎপদ এই ধাপ্পাবাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের অতি অনিষ্টকর

বুর্জোয়া প্রভাব থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন লেনিন। যাঁরা লেনিনের যুক্তির যথার্থতাকে সমর্থন করে লেনিনেব দলে রইলেন তাঁরা "বলশেভিক" নামে খ্যাত হলেন, আর যারা দলের মধ্যে হরেক রকমের লোকের আমদানী করে শ্রমিকসঙ্ঘেব বিপ্লবমূলক উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবার উদ্যোগ করলো তারা "মেন্‌সেভিক্" নামে খ্যাত হোল। এই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এমন একটা তুচ্ছ কারণ নিয়ে দলকে বিভক্ত করবার এমনই বা কি প্রয়োজন ছিলো? পরবর্ত্তীকালে দলের ইতিহাস লেনিনেব অসামান্য দূরদর্শিতার ভূরি ভূবি প্রমাণ দিয়েছে। শুধু রুশীয় মেন্‌শেভিক্ দল নয়, অন্য দেশের সোশাল ডেমোক্রাটিক দলগুলিও এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের দলের মধ্যে প্রবেশের পথ সহজ করে দিয়ে দলগুলিকে ক্রমশঃই বুর্জোয়া ভাবাপন্ন করে তুলেছে। অবশ্য এই সব দলগুলি যে কোন বিচার না করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুবিধাবাদী লোকদের দলের মধ্যে প্রবেশ করতে দিয়েছে তার কারণ অতি সুস্পষ্ট। তার কারণ হচ্ছে এই যে, দলগুলির নেতৃত্ব ছিল যাদের হাতে তারা নিজেরাই ছিলো সুবিধাবাদী লোক। যতদিন বিপ্লবের সম্ভাবনা দূরে

ছিলো তত দিন এরা "বিপ্লবী" ছিলো—বিপ্লবের সম্ভাবনা যতই আসন্ন হয়ে এলো তখন দেখা গেলো পৃথিবীর সমস্ত দেশের সোশাল ডেমোক্রাটিক নেতার দল আসলে হচ্ছে বিপ্লবের ঘোরতর শত্রু। এই নেতাবা হচ্ছে আসলে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ভুক্ত—উদাবনৈতিক দলভুক্ত লোক। এদেব শ্রমিক আন্দোলনে প্রবেশের উদ্দেশ্যই হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোযা মতবাদের ভেজাল মিশিয়ে বিপ্লবকে প্রতিহত করা। পৃথিবীর সব দেশের সোশাল ডেমোক্রাটিক দল যখন ১৯১৪ সালেব ইম্পিরিযালিষ্ট যুদ্ধের সময় থেকে একেবারে পূরোপূরি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে, শ্রমিকদের স্বার্থ ইম্পিরিয়া-লিষ্টদের পায়ে বিকিযে দিলো তখন একমাত্র বলশেভিক দল যে রুশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে সংগ্রাম করেছে—তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, এই দল লেনিনের মত নেতা পাবার সৌভাগ্যলাভ করেছিল, যে নেতা বুর্জোয়া শিক্ষিত সম্প্রদাযের সুবিধাবাদী লোকদের শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে প্রবেশ করবার পথে, বিপ্লবমূলক সংগঠনের অস্তিত্বের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয কঠোব পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। লণ্ডনের কনফারেন্সে দল বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে

লেনিন ইস্‌ক্রাব সঙ্গে কিছুকালের মত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হোলেন। ইস্‌ক্রার সম্পাদনেব ভার তখন মেন্‌শেভিক্‌ মারটভ্‌ ও প্লেখানভের হাতে রইলো। এই সময লেনিন "পিবোদ" (অগ্রসর) নাম দিয়ে এক কাগজ বেব করেন। এই সময়ই শ্রমিক আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা বলে লেনিনের খ্যাতি সমগ্র বাশিযায় ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাব ফলে রাশিয়ার সুদূবতম প্রান্ত থেকে বিপ্লবীরা লেনিনের সঙ্গে দেখা কববার জন্যে প্রভূত কষ্ট স্বীকাব করে বিদেশে যেতেন।

১৯০৫ সালের বিপ্লব

১৯০৫ সালে বাশিযায় বিপ্লব আবম্ভ হয়। বিপ্লবেব খবর লেনিনের কাছে পৌঁছাতেই তিনি অন্য সমস্ত কাজ ফেলে রাশিয়ায ফিরে আসেন। পিটার্সবুর্গে (বর্ত্তমানের লেনিনগ্রাডে) বিপ্লব আন্দোলন তখন তার সর্ব্বোচ্চ সীমায এসে পৌঁচেছে। শ্রমিকদের নির্ব্বাচিত ডেপুটিরা এবি মধ্যে তাদের অধিবেশন শুরু করে দিয়েছিল। লেনিন পিটার্সবুর্গে পৌঁছে গোপনে বাস কবতে লাগলেন। খুবই কদাচিৎ তিনি প্রকাশ্যভাবে সভায বক্তৃতা দিতেন। অধিকাংশ সময তিনি শ্রমিকদের নির্ব্বাচিত ডেপুটিদের অধিবেশনে কাটাতেন। জার-শাসিত রাশিযায এই সর্ব্ব প্রথমবারেব মত শ্রমিকেরা প্রকাশ্যভাবে তাদেব দুর্দ্দশাব কথা নিযে আলোচনা কববার সুযোগ পেলো। লেনিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে অত্যন্ত মনযোগের সঙ্গে প্রত্যেক শ্রমিকের বক্তব্য শুনতেন। এই শ্রমিক-ডেপুটিদেব অধিবেশন খুবই অল্পকালস্থায়ী হযেছিলো। জাবের গভর্ণমেণ্ট সুযোগ বুঝে ডেপুটিদের গ্রেপ্তার করে এই অধিবেশনকে রদ কবে

দিলো। এই বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে শ্রমিকেরা জারের শাসনের বিরুদ্ধে বিরাট বিপ্লব-আন্দোলন শুরু করে দিলো। বিরাট আকারে শ্রমিকদের বিপ্লব-আন্দোলন রাশিয়ায় এই সর্ব্বপ্রথম। মস্কোর প্রেসনায়া ডিষ্ট্রিক্টের শ্রমিকেরা বিপ্লব শুরু করে দেবার ঠিক আগে লেনিন পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কোতে গোপনে আসেন। মস্কোর বিপ্লবের নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে বল্‌শেভিক্‌দের হাতে ছিলো।

মস্কোর এই বিপ্লব-আন্দোলন পরাজিত হোল। শ্রমিকদের রক্ত-স্রোত মস্কোর রাস্তায় অবিরামভাবে বইলো। ভীষণ অত্যাচারের শুরু হোল। দলকে দল শ্রমিক বিপ্লবীরা রাশিয়ার সুদূর প্রান্তে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে প্রেরিত হোল।

মস্কোতে বিপ্লবের পরাজয়, পিটার্সবুর্গে শ্রমিক-ডেপুটিদের গ্রেপ্তার মেন্‌শেভিক্‌দের সুযোগ দিলো বল্‌শেভিক্‌দের আক্রমণ করবার। মেন্‌শেভিক্ নেতা প্লেখানোভ্ মস্কোর বিপ্লব পরাজিত হয়েছে খবর পেয়ে বল্‌শেভিক্‌দের গাল দিয়ে বল্লেন, "আমি তোমাদের আগেই সাবধান ক'রে দিয়েছিলুম। অস্ত্র নিয়ে জারের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করা শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত ভুল হয়েছে।" মেন্‌শেভিক্‌রা বল্‌তে শুরু কর্‌লো যে

শ্রমিকদের শ্রেণী-সংঘাতের সমস্ত প্রণালী পরিবর্ত্তিত করবাব একান্ত প্রয়োজন আছে। এদের মতে, যে প্রণালীতে শ্রমিকেরা এতদিন শ্রেণী-সংঘাত চালিয়ে এসেছে তা' সম্পূর্ণ ভুল প্রণালী। শ্রমিকেরা অত্যধিক দাবী ক'রে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বুর্জোয়াদের একটি অংশের সহানুভূতি হারিয়েছে। শ্রমিকদের জানা উচিত ছিল যে, এত বেশী দাবী কবলে তারা পরাজিত হবেই।

১৯০৫ সালের রাশিযাব প্রথম বিপ্লবের পরাজয়ের পবে মেন্‌শেভিক্‌রা শ্রমিক-আন্দোলনের উপবি উক্ত বিপ্লবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী সমালোচনা শুরু করলো।

মেন্‌শেভিক্‌দেব এই সুবিধাবাদী মতবাদের তীব্র সমালোচনা করলেন লেনিন। মেন্‌শেভিক্‌দের তীব্র বিদ্রূপ করে লেনিন বল্লেন যে যদি শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবে পরাজিত না হয়ে জয়ী হোত, তা হলে মেন্‌শেভিক্‌রা নিশ্চয়ই অন্য সুরে গাইতো আর শ্রমিক শ্রেণীব এই শক্রতা করতো না। বুর্জোযাশ্রেণীর যে সব লোকদের সহানুভূতি হারাবাব অপবাধে মেন্‌শেভিক্‌রা শ্রমিকদের অভিযুক্ত কবছে সেই লোকেরা মস্কোতে, পিটার্সবুর্গে বিপ্লব পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বোল বদলিয়েছে।

তারা বলতে শুরু করেছে যে শ্রমিক-আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে, এখন এই বুর্জোয়া ভদ্রলোকেরা Constitutional Monarchyর জন্যে আন্দোলন করাই সব চেয়ে শ্রেয় বলে সাব্যস্থ করেছে।

লেনিনের মতে এই বিপ্লবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য। এই বিপ্লবের গুরুত্ব ১৮৭১ সালের "প্যারিস কম্যুনের" চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়। রাশিযার ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিকেরা প্রবল পরাক্রান্ত জারের শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা পরাজিত হযেছে বটে, কিন্তু, এই পরাজয় বহু জযের চেযে বেশী মূল্যবান। শ্রমিকশ্রেণীর এই সঙ্গীন সময়ে একমাত্র লেনিন রাশিযার সমস্ত শ্রমিকদের আশ্বাস দিযে বল্লেন যে এই পরাজয় শুধু সামযিক। সে দিনের বেশী বিলম্ব নেই যে দিন শ্রমিকশ্রেণী নব বলে বলীয়ান হযে তার শত্রুকে পরাজিত করে মুক্তি পাবে। একমাত্র লেনিনের বাণীই সেই দুর্দ্দশার দিনে শ্রমিকদের বল দিয়েছিল।

বিপ্লব পরাজিত হ'বার পর শ্রমিক-আন্দোলন গুপ্তভাবে কাজ চালাতে লাগলো। লেনিন কিছুকাল পিটার্সবুর্গে লুকিয়ে রইলেন কিন্তু পিটার্সবুর্গে লেনিনের থাকা নিরাপদ

নয় মনে করে দলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি ১৯০৬ সালে লেনিনকে রাশিয়া ছেড়ে ফিন্‌লাণ্ডে যেতে বাধ্য করলো। পিটার্স‌বুর্গ থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ফিন্‌লাণ্ডের কুত্তকালা নামক ষ্টেশনের ধারে ছোট্ট একটি সহরে লেনিন বাসা নিলেন। পিটার্স‌বুর্গের শ্রমিকেরা দলে দলে কুত্তকালাতে গিয়ে লেনিনের সঙ্গে দেখা করতো ও তাঁর নির্দ্দেশমত পিটার্স‌বুর্গেব শ্রমিক-আন্দোলনের কাজ চালাতো। এক কথায বলা যেতে পারে যে কুত্তকালা ও পরে টেরিযোকির একটি ছোট্ট বাড়ী থেকে সমগ্র বাশিযাব শ্রমিক-আন্দোলন নিযন্ত্রিত হোত।

১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে বল্‌শেভিক্‌দের ও মেন্‌শেভিক্‌দের মধ্যে যে কারণে মতদ্বৈধ হয়েছিল তা' হচ্ছে এই, মেন্‌শেভিক্‌রা এই সময়ে এই মত প্রকাশ করলো যে শ্রমিকশ্রেণী পরাজিত হয়েছে ও সেই পবাজয়ের ফলে শ্রমিক-আন্দোলনের সমস্ত উদ্দেশ্য নষ্ট হযেছে। বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আর বিন্দুমাত্র নেই। অতএব মেন্‌শেভিক্‌দের মতে শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র কাজ হচ্ছে যেমন অন্য দেশে আছে তেমনি একটি আইন-সম্মত সোশাল ডেমোক্রাটিক দল স্থাপন করা। এর উত্তরে বল্‌শেভিক্‌রা বল্লেন যে সত্য বটে শ্রমিক-আন্দোলন

অতি সঙ্গীন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিপ্লব আদবেই শেষ হয়ে যায়নি—শুধু কিছুকালের মত স্থগিত হয়েছে। এই সময়ে কর্ত্তব্য হচ্ছে দলকে আরও সুদৃঢভাবে গঠিত করা ও সেই সব শ্রমিকদের বাছাই করে নিয়ে তৈরী করে তোলা—যারা অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয় বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে পারবে।

বল্‌শেভিকেরা এই মত অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিলেন আর মেন্‌শেভিকেরা হতাশভাবে বিলাপ শুরু করে দিলো ও তার সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল পথে শ্রমিক-আন্দোলনকে চালাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

ফিনলাণ্ডে বাস আর নিরাপদ নয় জেনে বল্‌শেভিক্‌দল লেনিনকে বিদেশে পাঠিয়ে দিলো। বিদেশে গিয়ে লেনিন "প্রোলিটারিয়ার" (সর্ব্বহারা) নামে কাগজ বের করলেন। এই কাগজ লেনিন কর্ত্তৃক সম্পাদিত সেই প্রথম যুগের ইস্‌ক্রার (মারটভ্ ও প্লেখানোভের ইস্‌ক্রার নয়) ধারা বজায় রাখলো।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত রুশীয় শ্রমিক-আন্দোলনের সব চেয়ে দুঃসময় গেছে। জারের মন্ত্রী ষ্টোলিপিন শ্রমিক-আন্দোলনকে নির্ম্মূল করবার জন্যে

কোন পন্থা বাদ দেয়নি। এই পিশাচের আদেশে শত শত বিপ্লবী শ্রমিক এই দুই বৎসরে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। কাবাগারগুলি পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো কিন্তু এবারে যারা কারাগাব পূর্ণ করলো তারা শিক্ষিত সম্প্রদাযের লোক নয়, তারা সবাই শ্রমিক ও কৃষক। বল্‌শেভিক্‌দল এই অতি সঙ্গীন সময়ে গুপ্তভাবে সমস্ত ফ্যাক্টরীতে তার মতবাদ প্রচার করতে লাগলো। অনেক বল্‌শেভিক্‌ ধরা পডলো, নির্ব্বাসিত হলো, কিন্তু দলের কাজ আগেকার মতই চলতে লাগলো। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সেই সব লোকেরা—যারা আগে শ্রমিক-আন্দোলনেব সহায়তা করতো—তারা বিপদ দেখে শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করে কাব্য ও যৌন-সম্বন্ধে লিখিত বই নিযে মশগুল হোল। ছাত্রের দল শ্রমিক-আন্দোলনের সোজাসুজি বিপক্ষতাচরণ শুরু করলো। সংবাদপত্রগুলি শ্রমিক-আন্দোলনকে আক্রমণ করাই তাদের প্রধান কাজ বলে সাব্যস্থ করলে।

এই ভীষণ প্রতিক্রিয়ার কালে লেনিন বিপ্লবমূলক মার্কসীয় মতবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মেন্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করেন। মেন্‌শেভিকেরা মার্কসের মতবাদের বিপ্লবমূলক অংশ ছেঁটে ফেলে দিয়ে তাকে

বুর্জোয়াদের সন্তুষ্ট করতে পারে এমন "ভদ্র"বেশে সাজিয়ে বাজারে বের করবার চেষ্টা করলো। মার্কসের বিপ্লবমূলক মতবাদকে তারা তাদের মনের মত করে সাজিয়ে গুজিয়ে তাকে পার্লামেণ্টারী আন্দোলনের মতবাদ বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলো। এই প্রতিক্রিয়ার বৎসরে চারিধার থেকে শত্রুরা মার্কসীয় মতবাদের বিপ্লবমূলক অংশ বাদ দিয়ে তাকে বিকৃত করে দেখাবার চেষ্টা কবেছিল। একমাত্র লেনিন অশ্রান্তভাবে লেখনী চালিযে শত্রুদের সমস্ত ধাপ্পাবাজী ধরিযে দিয়ে তাদেব সমস্ত অভিসন্ধি ব্যর্থ করে দিলেন। শুধু লেখনী চালিয়েই লেনিন ক্ষান্ত ছিলেন না। দলকে সুদৃঢভাবে সংগঠিত করে তোলবার কাজে লেনিন আত্মনিযোগ করেছিলেন। এই মহা-বিপ্লবী দলের সংগঠনের কাজকে কখনো তুচ্ছ বলে মনে করেন নি। দলেব মতবাদকে পুষ্ট কবার ক্ষেত্রে তাঁর দান যেমন অমূল্য, দলকে সংগঠিত করবার কার্য্যে লেনিন যে অংশ গ্রহণ করেছেন তাও তেমনি অতুলনীয়।

১৯১১ সালে শ্রমিক-আন্দোলন যে পুনরায সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে তার লক্ষণ দেখা গেলো। লেনা সহরে জারের সৈন্যদের দ্বারা শ্রমিকদের হত্যা, পিটার্সবুর্গ ও মস্কোর শ্রমিকদের বিশেষ উত্তেজিত করে তুললো।

প্রকাশ্যভাবে পত্রিকা বের করা এই সময়েই প্রথম সম্ভব হোল। "জ্ভেজদা" (তারকা) নাম দিয়ে বল্‌শেভিকেরা পিটার্সবুর্গে এক পত্রিকা বের করেন। প্রথম প্রথম পত্রিকা সপ্তাহে এক বার করে বের হ'তো, পরে সপ্তাহে ছ'বাব করে বের হ'তো। পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের মধ্যে এই পত্রিকা অত্যন্ত সমাদব লাভ করেছিল। কিছুকাল পরে বল্‌শেভিকেরা এই পত্রিকা বন্ধ করে তার স্থানে "প্রাভ্দা" (সত্য) বলে পত্রিকা বেব করলেন। জারেব গভর্ণমেণ্ট এই পত্রিকার যত রকমে সম্ভব বিরুদ্ধতা করতে ত্রুটি করেনি। কযেকবার পত্রিকাটি বাজেয়াপ্ত হয়, কয়েকবার পত্রিকার বিক্রেতারা গ্রেপ্তাব হয কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাভ্দার প্রচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিছুকাল পরে ডুমার সভ্য নির্ব্বাচনের সময়ে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও শ্রমিকদের প্রতিনিধি-দেব জন্যে যে ছ'টি স্থান বা সিট ছিলো সেই সব ক'টি স্থানই বল্‌শেভিকেরা অধিকার করে।

এই সময় থেকে আশ্চর্য্য দ্রুত গতিতে শ্রমিক-আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে যুদ্ধের আগেই পিটার্সবুর্গের শ্রমিকেরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের কালে পিটার্সবুর্গের রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী

করে। দ্বিতীয়বারের মত বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা যেতে লাগলো। ঠিক এই সময়েই বিশ্বব্যাপী ইম্পিবিযালিষ্ট যুদ্ধ শুরু হয়। ডুমাব বল্‌শেভিক্ সভ্যেরা গ্রেপ্তাব হয়ে নির্ব্বাসিত হোল। "প্রাভ্‌দা" পত্রিকাব প্রচার গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করে দিলো। আবার শত শত বিপ্লবী শ্রমিক কাবাগাবে আবদ্ধ হোল। বল্‌শেভিক্ দলের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন সময় উপস্থিত হোল।

এই সময়ে লেনিন পূর্ব্বের মতই বিদেশে থেকে বল্‌শেভিক্ দলেব মুখপত্রস্বরূপ পত্রিকা সম্পাদন করছিলেন। ইম্পিরিযালিষ্ট যুদ্ধের সূত্রপাত থেকেই তিনি এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করেন। তাঁর এই সময়কার লিখিত সমস্ত প্রবন্ধ পবে "স্রোতের বিরুদ্ধে" এই নামে বই আকারে বের হয়। রুশীয় মেন্‌শেভিক্‌রা যুদ্ধের সূত্রপাত থেকেই ন্যাশন্যালিষ্ট মূর্ত্তিতে দেখা দিলো। তারা জারের গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করবার জন্যে শ্রমিকদের নানা রঙের ন্যাশন্যালিষ্ট বুলি আওড়ে উত্তেজিত করতে লাগলো যুদ্ধে যোগ দিবার জন্যে। একমাত্র লেনিন এই মত প্রচার করলেন যে জারের গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধে পরাজয় রুশীয় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল। জারের গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে পরাজিত হ'লে বিপ্লবেরই জয় হবে।

মেনশেভিকের দল, রুশীয় ন্যাশন্যালিষ্টের দল একযোগে লেনিনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতো এই বলে যে, লেনিন রাশিয়াকে জার্ম্মাণীর কাছে বিক্রী করে দিতে চান। লেনিন দেশদ্রোহী ইত্যাদি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কিছু বলা কিংবা লেখা এই সময়ে যে কি ভয়ানক শক্ত কাজ ছিলো তা যারা সেই অভিজ্ঞতাব ভিতব দিয়ে না গেছে তারা বুঝতে পারবে না। যে কেউ যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চাবণ করেছে তাকে লোকে ছিঁড়ে ফেলবার দাখিল করতো। সেই প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা, তাঁর নিজের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা আন্দোলন সব তুচ্ছ করে' লেনিন একা প্রোলেটারিয়ান ইন্টারন্যাশান্যালিজমের (বুর্জোয়া ইন্টারন্যাশান্যালিজম নয়) মহান আদর্শ সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর হয়ে বাঁচিয়ে রাখলেন। শুধু যে রুশীয় মেনশেভিক্‌দের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে লেনিন যুদ্ধ করেছিলেন তা' নয়, আন্তর্জাতিক মেনশেভিক্‌দলেব অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশন্যালের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে লেনিন ঘোরতর সংগ্রাম করেছিলেন। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশন্যালের মেনশেভিক্ নেতারা ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধে শ্রমিকদের কোন মতেই যোগ দেওয়া উচিত নয়,—প্রত্যেক

দেশে শ্রমিকেরা তাদের গভর্ণমেন্ট যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করবে ইত্যাদি যে সব বুলি যুদ্ধেব আগে পর্য্যন্ত আওড়ে এসেছিল যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা একেবারে তার বিপরীত সুব ভাঁজতে শুরু কবলো। দ্বিতীয় ইন্‌টারন্যাশন্যালের অধিবেশনে ফরাসী সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও জার্ম্মাণ সোশ্যাল ডেমোক্রাট পবস্পরকে ছিঁড়ে ফেলবাব দাখিল কবলো। প্রত্যেক দেশেব সোশ্যাল ডেমোক্রাট যুদ্ধ শুরু করবার অপবাধের জন্যে অন্য দেশকে দাযী কবে পবম আত্ম-প্রসাদ লাভ কবলো। পরিষ্কার দেখা গেলো যে প্রোলোটাবিযান ইন্‌টারন্যাশন্যালিজম সম্বন্ধে এই সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা এতদিন যা' বলে এসেছে তা' এদের মুখে নিছক্ মিথ্যা বুলি, এবা আসলে হচ্ছে বুর্জোযা ন্যাশন্যালিষ্ট। দ্বিতীয় ইন্‌টারন্যাশন্যাল ইম্পিরিযালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হিসেবে প্রত্যেক দেশের শ্রমিকদের যুদ্ধে যোগ দেওয়াবার কাজে নিযুক্ত হোল। লেনিন দ্বিতীয ইন্‌টারন্যাশন্যালের এই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে এই সময়ে যে সব প্রবন্ধ লেখেন তা' প্রত্যেক শ্রমিকের ও শ্রমিক-আন্দোলনে নিযুক্ত কর্ম্মীর অবশ্য পাঠ করা উচিত। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীব সমস্ত নেতারা যখন

তাদের বুর্জোয়া গভর্ণমেণ্টের পদানুসরণ করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের মতবাদকে জলাঞ্জলি দিলো তখন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের মধ্যে একা কেবল লেনিন এই মতবাদের সমর্থন করে দ্বিতীয় ইন্‌টারন্যাশন্যালের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করেন।

ফেব্রুয়ারী অক্টোবর-বিপ্লব

১৯১৭ সালের ফেব্রুযারী মাসে রাশিযায বিপ্লব শুরু হোল। লেনিন বিপ্লবেব খবর পেয়েই চেষ্টা কবতে লাগলেন যত শীগ্গির সম্ভব, যে কোনো উপায়ে হোক রাশিযায় ফিবে যেতে। বাশিয়ায় ফিরে যাওযার উপায় নির্দ্ধারণ করা নেহাৎ সহজ ছিলো না। রুশীয় বুর্জ্জোয়াদের প্রতিনিধিস্বরূপ মিলুকভ্ (মিলুকভ্ কেরেন্স্কিব গভর্ণমেণ্টে পবরাষ্ট্রসচিব ছিলো) ইংবেজ গভর্ণমেণ্ট ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের কাছে এই অনুরোধ জানালো যে এই দুই গভর্ণমেণ্ট যেন যত রকম উপায়ে সম্ভব লেনিন ও অন্যান্য বিপ্লবীদের রাশিয়ায ফিরে যেতে বাধা দেয়। রাশিয়ার বুর্জ্জোয়া সম্প্রদাযের ভালো করেই জানা ছিলো যে, লেনিনকে রাশিয়ায় ফিরে যেতে দেওয়া মানে হচ্ছে তাদের বুর্জ্জোয়া গভর্ণমেণ্টের কবর খোঁড়া। সহস্র বাধা সত্ত্বেও সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে

লেনিন ও তাঁর সহকর্ম্মীরা রাশিয়ায় ফিরে যাবার উপায় খুঁজতে লাগলেন। লেনিন স্থির করলেন যে সুইডিস পাস্‌পোর্ট জোগাড় করে সুইডেনের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ায় ফিরে যাবেন। পাসপোর্ট প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় কাগজ পত্রের বন্দোবস্ত যখন প্রায় ঠিক তখন কথায় কথায় একদিন সেই লোকটি যে পাসপোর্ট বন্দোবস্ত করে দিচ্ছিলো, লেনিনকে জিজ্ঞেস করলো, "আশা কবি আপনাবা সুইডিস ভাষায় কথা কইতে পারেন?" সকলে মাথায় হাত দিযে বসে পড়লেন। তাঁরা কেউই সুইডিস ভাষার একটি অক্ষব পর্য্যন্তও জানতেন না। লেনিন বল্লেন, "নাই বা সুইডিস জানলুম, বোবার ভাণ করে চুপ করে থাকলেই চলবে।" সকলেই বুঝলেন যে এ উপায়ে রাশিয়ায় ফিবে যাওয়া অসম্ভব। যখন রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার আর অন্য কোন উপায়ই খুঁজে পেলেন না, তখন লেনিন স্থির করলেন যে জার্ম্মাণীর মধ্যে দিয়ে রাশিয়ায় ফিরে যাবেন। লেনিন খুব ভালো করেই জানতেন যে জার্ম্মাণীর মধ্যে দিযে যাবাব দরুণ তাঁকে ও তাঁর সহকর্ম্মীদের অনেক মিথ্যা বদনামের ভাগী হ'তে হবে। রুশীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায এ সুযোগ ছেড়ে দেবে না, লেনিনকে জার্ম্মাণ গভর্ণমেন্টের চর বলে অপবাদ দিতে।

এ বিপদ থাকা সত্ত্বেও লেনিন স্থির করলেন যে জার্ম্মাণীর মধ্যে দিয়ে বাশিয়ায় ফিবে যাবেন। এ ছাড়া রাশিযায় ফিরে যাবার আর অন্য কোন উপায় ছিলো না। লেনিন তাঁব অভিপ্রায় জার্ম্মাণ, ফরাসী, সুইডিস কম্যুনিষ্টদের জানালেন। সকলেই লেনিনের অভিপ্রাযকে সেই অবস্থায় একমাত্র সম্ভবপর প্রস্তাব বলে সমর্থন করলো। কাইসারের গভর্ণমেণ্টের কাছে জার্ম্মাণীর মধ্যে দিযে রাশিযায ফিরে যাবার অনুমতি চেযে আবেদন করা হোল। কাইসারেব গভর্ণ-মেণ্ট তখন জারের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধে রত। কাই-সারের গভর্ণমেণ্ট ভাবলো যে এই বিপ্লবীদের রাশিয়ায় ফিরে যাওযার বন্দোবস্ত করে দিলে এবা এদের বিপ্লব-মূলক আন্দোলনের দ্বারা রুশীয গভর্ণমেণ্টকে হীনবল করে দেবে, আর তার ফলে কাইসাবেব গভর্ণমেণ্টের সুবিধে হবে। কাইসারের গভর্ণমেণ্ট এই ভেবে লেনিনকে ও তাঁর সহকর্ম্মীদেব জার্ম্মাণীর মধ্যে দিযে রাশিযায় ফিরে যেতে দিতে সম্মত হোল। কাইসাবের গভর্ণমেণ্টের এই নির্ব্বুদ্ধিতা ও অদূর-দর্শিতা লেনিনের পক্ষে বব স্বরূপ হোল। কাইসারের গভর্ণমেণ্ট রেলের কম্পার্টমেণ্টেব বন্দোবস্ত কবে দিলো।

কম্পার্টমেণ্টের দরজাগুলি ভালো করে শীলমোহব করে দেওয়া হোল। এই গাড়ী কবে লেনিন ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা বাশিযাব দিকে রওনা হলেন।

ফিনলাণ্ডেব সীমায় গাড়ী পৌঁছলে লেনিন তাঁব সহকর্ম্মীদের লক্ষ্য করে বল্লেন, "এই গাড়ী থেকেই আমরা সোজাসুজি জেলে গিযে উঠবো।" লেনিন সিদ্ধান্ত কবে বসেছিলেন যে পিটার্সবুর্গে পৌঁছনো মাত্র সাময়িক বুর্জ্জোযা গভর্ণমেণ্ট দেশদ্রোহীতার অপবাধে তাঁহাদের গ্রেপ্তাব কববেই কববে। পিটার্সবুর্গেব ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছালে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হোলেন। পিটার্স-বুর্গের হাজার হাজাব শ্রমিক লেনিনকে বিপুল অভ্যর্থনা দিলো। কোথায তাঁবা কারাগাবে যাওয়াব জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন আর তাব বদলে কিনা এই বিপুল শ্রমিকসঙ্ঘেব অভ্যর্থনা! বিস্মিত না হযে উপায কি? পিটার্সবুর্গের সমস্ত বুর্জ্জোযা প্রেস লেনিন ও তাঁব সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যে প্রচার কবতে দেরী করলো না। শীঘ্রই সমস্ত বুর্জ্জোযা প্রেসে শীলকরা বেলগাড়ী করে জার্ম্মাণীব মধ্যে দিয়ে বাশিয়ায় ফিবে আসার ঘটনাটিকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করে লেনিনকে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের চর বলে ঘোষণা করতে শুরু করলো। পিটার্সবুর্গের

শ্রমিক ও সৈন্যদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সোভিয়েট তখন মেনশেভিকদেব হাতে ছিলো। এই সোভিয়েটের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি লেনিন ও তাঁর সহকর্ম্মীদেব কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে এসে তাঁদেব জার্ম্মাণীর মধ্যে দিয়ে শীল করা গাড়ীতে করে রাশিয়ায ফিরে আসাব "রহস্য" পবিষ্কার কবতে ডেকে পাঠালো। মেনশেভি-কেরা অনেক চেষ্টা কবলো বলশেভিকদের দোষী বলে অভিযুক্ত কবতে। কোনমতেই যখন তা সম্ভব হোল না তখন তারা তাদেব দলের মুখপত্র "ইজ্ভেস্টিয়া" (সংবাদ) পত্রিকাতে জার্ম্মাণীর মধ্যে দিযে শীলকরা গাড়ী কবে আসা বলশেভিকদের পক্ষে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হযেছে, বলে স্বীকাব করতে বাধ্য হোল।

১৯১৭ সালের জুলাই মাসে বলশেভিকদেব নেতৃত্বে শ্রমিকেরা কেবেনস্কির বুর্জোযা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিযে যুদ্ধ শুরু করে দিলো। কেবেন্স্কিব গভর্ণমেণ্ট সাময়িকভাবে এই বিপ্লবকে দমন কবতে সমর্থ হোল। কেরেনস্কি গভর্ণমেণ্ট লেনিনকে ও তাঁব প্রধান সহ-কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিলো। রাসলিভ্ রেলওযে ষ্টেশনেব ধারে একটি কৃষকের বাড়ীতে লেনিন লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হলেন। বাসলিভ্ থেকে দলের

নির্দ্দেশ মত লেনিন ফিন্‌লাণ্ডে চলে গেলেন ও অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ফিনলাণ্ডেই রইলেন। অক্টোবর মাসে লেনিন পিটার্স্‌বুর্গে ফিরে এসে আসন্ন বিপ্লবের জন্য দলকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। তাঁরই নেতৃত্বে পিটার্স বুর্গের শ্রমিকেরা ৭ই নভেম্বর বিপ্লব শুরু করে দিলো, যে বিপ্লব পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে বুর্জ্জোয়াদের শাসন সমূলে ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য (ডিকটেটরসিপ অফ দি প্রোলিটারিয়েট) প্রতিষ্ঠা করেছে।

রুশীয় বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়কে পরাস্ত করে রুশীয় শ্রমিক-শ্রেণী রাষ্ট্রের ক্ষমতা আপনার হাতে নিলো বলে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা আর রইলো না মনে করলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। রুশীয় শ্রমিককে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে দেখে পৃথিবীর সমস্ত বুর্জ্জোয়া গভর্ণমেণ্ট পৃথিবীর ইতিহাসের এই সর্ব্বপ্রথম শ্রমিক শাসিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। পরাজিত রুশীয় বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়কে টাকা ও অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য দিয়ে শ্রমিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জাপানী ইম্পিরিয়েলিষ্ট গভর্ণমেণ্ট সকলেই সাহায্য করতে লাগলো। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট, জাপানী গভর্ণমেণ্ট তাদের সৈন্য ও রণতরী

পাঠিয়ে রাশিযাব উত্তর অংশের কিছুটা দখল করে বসলো। এদিকে জার্ম্মাণ সৈন্য ক্রাইমিয়া দখল করে বসলো। এমন কি পিটার্সবুর্গের উপবে ১৯১৮ সালে জার্ম্মাণ এয়ারোপ্লেন দেখা দিলো।

লেনিন প্রস্তাব কবলেন যে, যে-কোন মূল্যে কাই-সারের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধি কবে জার্ম্মাণ আক্রমণ থামাতে হবে। লেনিনেব এই প্রস্তাবে মেন্‌শেভিকেরা ও সোশাল বেভোল্যুশানাবী (সোশাল বেভোল্যুশানাবী দল মুখ্যতঃ কৃষকদের দল। এই দলের লোকেবা অতীত কালের নারদনিকিদেবই আধুনিক সংস্কবণ) চীৎকার শুরু করলো "লেনিন ও বলশেভিকদল জার্ম্মাণীর টাকা খেয়ে দেশকে বিক্রী কবে দিচ্ছে।" শুধু যে এরাই চীৎকাব শুরু কবলো তা নয বলশেভিকদলেব কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে একদল বলশেভিক নেতা লেনিনের প্রস্তাবের তীব্র বিরুদ্ধতা করলেন। এই নেতারা যুক্তি দেখালেন যে জার্ম্মাণ ইম্পিবিয়ালিষ্ট গভর্ণ-মেণ্টেব এই শযতানী জবরদস্তি মেনে নিলে শ্রমিক-বাষ্ট্রের আত্মসম্মানের ক্ষতি হবে। রুশীয শ্রমিকদের কাছে ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকদের কাছে শ্রমিক-বাষ্ট্রের এই আত্মসম্মান হাবাণোর চেয়ে কাইসারেব

গভর্ণমেণ্টেব সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ঢের যুক্তিসঙ্গত।

লেনিন এই নেতাদের যুক্তির উত্তব দিলেন যে, এই নেতারদল আত্মসম্মান হারাণোর চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়া প্রভৃতি অনেক রোমাণ্টিক কথা কইলেন বটে, কিন্তু লেনিন তাকে অসাব বলে প্রমাণ করলেন। লেনিন হচ্ছেন শ্রমিকদলের নেতা—তিনি কি করে এই ভাবুনে-গিরিকে স্বীকার করেন? তাঁব তো ব্রত নয যুদ্ধ-ক্ষেত্রে "গৌববময" মবণ ববণ করা, তাঁর ব্রত হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীকে যুদ্ধ জয কবতে সাহায্য কবা। বর্ত্তমানে শ্রমিক-বাষ্ট্র চারদিক থেকে শত্রুব দ্বাবা আক্রান্ত হযেছে। এই সঙ্গীন সমযে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টেব সঙ্গে সন্ধি করে শ্রমিক-বাষ্ট্রকে পরবর্ত্তী সংগ্রামের জন্যে তৈরী হতে সময় নিতেই হবে। এই সময পেলে "লাল সৈন্যদল" ভালো করে গঠন কবে তাঁবা ভবিষ্যতে জয়ী হবেন।

ব্রেস্‌ট-লিটভ্‌স্কের সন্ধিব অনতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণ গভর্ণ-মেণ্টের সঙ্গে এই সন্ধি করাব যুক্তিযুক্ততা নিযে লেনিনের সঙ্গে কার্ল বাডেকের যে আলোচনা হয় সেই আলোচনা পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি যে সমগ্র রাশিযার গণ-মনের সঙ্গে লেনিনেব কি নিবিড যোগ ছিলো।

লেনিন সেই শুষ্ক মতবাদী ছিলেন না যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার না করে একটি নীতি অন্ধের মত অনুসরণ করে। কাল´রাডেক ব্রেস্ট-লিটভস্কের সন্ধি নিয়ে লেনিনের সঙ্গে কথোপকথনের যে বিবরণ দিয়েছেন সেই বিবরণ উদ্ধৃত কবছি। "ব্রেস্ট-লিটভ্স্কের সন্ধির বিরুদ্ধে আমরা সকলে লেনিনকে যে সব যুক্তি দেখালুম সে সব যুক্তিগুলো দেয়ালের গায়ে করাইস্সুটি ছুঁড়ে মারার মত সম্পূর্ণ নিস্ফল হোল। আমাদের যুক্তিব বিরুদ্ধে লেনিন যে যুক্তি দেখালেন তা' অত্যন্ত সহজ ও সরল। তিনি বল্লেন যে, বিপ্লবীদের যে দল স্বদেশেব বুর্জোয়াদের ঘাড ভেঙ্গে দিতে সমর্থ হয়েছে সেই দলেব আপাততঃ সামর্থ্য নেই যুদ্ধ চালাবার। যুদ্ধ চালাতে পারে একমাত্র কৃষকেবা। রাডেককে সম্বোধন কবে লেনিন বল্লেন, "তোমবা কি এটাও দেখতে পাও না যে রুশীয কৃষক যুদ্ধ চালানোব বিরুদ্ধে মত দিয়েছে?" রাডেক—"মাপ করবেন, রুশীয় কৃষক যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়েছে আপনার এই কথা বোঝা গেলো না।"

লেনিন—"রুশীয় কৃষক তার ছুটি পা' দিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়েছে। রুশীয় কৃষক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করেছে।" এই ঘটনাই লেনিন জার্ম্মাণ

গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধি করবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ বলে মনে করলেন। আর কোন যুক্তিই তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে নি।"

সমস্ত দেশের নাড়ীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত লেনিনের মত এমন নেতা পেয়েছিল বলেই বল্‌শেভিক্ দল সমস্ত বিপদকে পবাস্ত কবে জয়ী হতে পারলো। ইম্পিরিয়ালিষ্ট জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধির ফলে রুশীয গণ-সাধাবণের দুর্দ্দশার যে বৃদ্ধি হবে তা' লেনিন অন্যদেব চেয়ে ঢের বেশী ভালো কবে জানতেন। কিন্তু জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টেব সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে পরাজিত হযে, বিপ্লবের ফলে যা কিছু শ্রমিকশ্রেণী জিতেছে সব খুইযে দিলে কি গণ-সাধারণের দুর্দ্দশা কমে যাবে? এই প্রশ্ন লেনিন তাঁর মতের বিরুদ্ধতাচাবী সহকর্ম্মীদের করলেন। কৃষকদের অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে যুদ্ধ থেকে বিশ্রামের সময যেমন করে হোক দিতেই হ'বে, যাতে করে তাবা গ্রামে ফিরে গিযে বিপ্লবের ফলে তারা যে জমির অধিকারী হযেছে,সেই জমিকে আপনার করে নেবার সময় পায়। তবেই না তাবা এই বিপ্লবকে বাঁচাবার জন্যে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রকে সাহায্য করবে।

সন্ধি-বিরোধী সহকর্ম্মীদের সমস্ত বিরুদ্ধতা চূর্ণ করে

লেনিন জার্ম্মাণ ইম্পিরিয়ালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ব্রেস্ট-লিটভ্স্কের সন্ধি করলেন। অচির ভবিষ্যতে সকলে বুঝতে পারলো যে, লেনিনের নীতি সম্পূর্ণভাবে জয়ী হয়েছে আর লেনিনের বিরুদ্ধবাদী বল্‌শেভিক্‌ নেতাদের নীতি অবলম্বন করলে শ্রমিক-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু ইতিহাসের পাতায় থাকতো।

সোভিযেট বাষ্ট্রেব প্রত্যেক বিপদেব সময লেনিনের অসামান্য প্রতিভা ও দূরদর্শিতা সোভিযেট বাষ্ট্রকে বারম্বার বিপদ থেকে ত্রাণ করেছে। রুশীয় বুর্জোয়াদেব আক্রমণকে, সমস্ত ইম্পিরিয়ালিষ্ট শক্তির (বিশেষ করে ইংলণ্ডেব) আক্রমণকে সোভিয়েট-রাষ্ট্র যে পবাজিত করতে পেরেছে,—ব্যর্থ করে দিতে পেবেছে তাব অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, রাষ্ট্রেব কর্ণধাব হিসেবে সোভিয়েট-রাষ্ট্র লেনিনকে পেয়েছিলো। সোভিযেট বাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে লেনিন "ডিক্‌টেটরসিপ্‌ অফ দি প্রোলেটারিযেটের" (শ্রমিকশ্রেণীব বাষ্ট্রীয একাধিপত্য) সম্বন্ধে মার্কসের প্রসিদ্ধ থিওরির ব্যবহার-ক্ষেত্রে ও নীতির ক্ষেত্রে (Practically ও Theoretically)—আসামান্য পুষ্টতা সাধন করেন। ১৮৫২ সালে মার্কস্‌ ভাইডেমায়ারকে যে চিঠি লেখেন সেই সুপ্রসিদ্ধ চিঠিতে মার্কস্‌ লেখেন

যে বর্ত্তমান মানবসমাজে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব কিংবা সেই শ্রেণীগুলির মধ্যে যে শ্রেণীগত সংঘাত নিয়ত বিদ্যমান রয়েছে এই দুই সত্যের আবিষ্কার করবার জন্যে সম্মান পাবার কোন দাবী মার্কসের নেই, কেননা, মার্কসের মতে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা মার্কসের বহু পূর্ব্বেই শ্রেণীগত সংঘাতের ঐতিহাসিক ক্রমবৃদ্ধির নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, আর বুর্জোয়া ইকনমিষ্টরা শ্রেণীগুলির ইকনমিক কাঠামো গুলিকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। মার্কসের মতে তিনি যা' প্রমাণ করে দেখিয়েছেন তা' হচ্ছে যে (১) শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব কতকগুলি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিরোধের সঙ্গে যুক্ত যে বিরোধগুলি সমাজের উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির লক্ষণ। (২) শ্রেণী-সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে ডিক্‌টেটরসিপ্ অফ্ দি প্রোলেটারিয়েট (শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য)। (৩) এই 'প্রোলিটারিয়ান ডিক্‌টেটরসিপ' শ্রেণীগুলির ধ্বংস সাধনের পথে ও শ্রেণীভেদলুপ্ত সমাজের প্রতিষ্ঠার পথের একটি সাময়িক সাহায্যকারী অবস্থা মাত্র।

সমস্ত দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রাটেরা মার্কসের এই বিপ্লবমূলক মতবাদকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করে তোলবার তা' তুলেছিলো। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের বিখ্যাত

নেতা কাউট্স্কি Revisionism-এর প্রচারক বেরনষ্টাইনের সঙ্গে মার্কসের মতবাদ নিযে যথেষ্ট তর্ক-যুদ্ধ চালান। সেই সমস্ত তর্ক যুদ্ধেই কাউট্স্কির তর্কের মূল কথাটা ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেলেন। সামাজিক-বিপ্লব সম্বন্ধে কাউট্স্কি অনেক কিছু লিখলেন বটে, কিন্তু, এই সামাজিক বিপ্লবের সঙ্গে রাষ্ট্রেব কি সম্বন্ধ সেটা সম্বন্ধে একটি কথাও বল্লেন না। সামাজিক বিপ্লব সাধিত হবাব পরে কাউট্স্কিব মতে শ্রমিকশ্রেণী পুবাতন বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী রাষ্ট্র প্রণালীবই ব্যবহাব করবে। কাউট্স্কির এই মতবাদ মার্কসের মতবাদেব সম্পূর্ণ বিপবীত। প্রথমতঃ সামাজিক বিপ্লবের সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্পূর্ণ অনর্থক যদি সামাজিক বিপ্লবেব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রালেটারিযান ডিকটেটরসিপ সম্বন্ধে আলোচনা না করা হয। কাউট্স্কি বেবনষ্টাইনেব সঙ্গে তর্ককালে ঠিক তাই কবেছেন। দ্বিতীযতঃ, বিপ্লব সাধিত হবার পর শ্রমিকশ্রেণী সেই পুবাতন বুর্জোযা পার্লামেন্টাবী বাষ্ট্রপ্রণালীর ব্যবহার করবে কাউট্স্কিব এই মতবাদও সম্পূর্ণভাবে মার্কসের মতবাদের বিপরীত। ১৮৭১ সালের "প্যারিস কমিউনেব" সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বই Civil War in France-এ লিখেছেন

"কমিউন পার্লামেণ্টারী সংগঠন ছিলো না, কমিউন সেই কার্য্যকরী সংগঠন ছিলো যা, একইকালে আইন সৃষ্টি করেছে ও সেই আইনকে কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে।" কাউট্‌স্কি মার্কসের কমিউনের এই ব্যাখ্যা থেকে কিছুই যে শেখেন নি তা' বোঝা যাচ্ছে।

লেনিন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বই "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"-এ কাউট্‌স্কির সমস্ত চাতুরী, মার্কসীয় মতবাদকে বিকৃত করবার কু-অভিসন্ধি সব ফাঁক করে দিয়েছেন। লেনিনের মতে যে লোক কেবলমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামকে স্বীকার করে সে মার্কসিষ্ট বা মার্কপন্থী নয়, যেহেতু, সে এখনো বুর্জোয়া বিচার-পদ্ধতি ও পলিটিকসের জাল থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারে নি। মার্কসের মতবাদকে শুধু শ্রেণী-সংঘাতের মতবাদ বলে সীমাবদ্ধ করলে মার্কসীজমকে খর্ব্ব করা হয়, মার্কসীজমকে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে স্বীকারযোগ্য একটি মতবাদে পরিণত করা হয়। সেই হচ্ছে মার্কসিষ্ট যে তার শ্রেণী-সংঘাতকে স্বীকারের সীমানা প্রোলেটারিয়ান ডিক্‌টেটরসিপ পর্য্যন্ত বিস্তার করে (রাষ্ট্র ও বিপ্লব, ৪৫ পৃষ্ঠা)।

কাউট্‌স্কি প্রভৃতি সুবিধাবাদিগণ, বুর্জোয়াদের মন-

যোগানো মতবাদের পোষণকারী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নেতার দল যখন, বিপ্লবের বুলি আওড়ানোর সময় প্রোলেটারিয়ান ডিকটেটরসিপের কথা ধামা-চাপা দিলেন, আর বিপ্লবের পরে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের পার্লা-মেণ্টারী রাষ্ট্র-শাসন-প্রণালী মতেই শাসন করবে এই অত্যন্ত ভ্রান্ত মত ইচ্ছে করে প্রচার শুরু করলেন, তখন, একা লেনিন বুর্জোয়াদের অনুগ্রহপ্রার্থী এই সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নেতাদের মিথ্যা চাতুরীর জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেখালেন যে শ্রমিকেরা বিপ্লবের পর বুর্জোয়াদের পার্লামেণ্টারী শাসন-প্রণালীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে ও তার স্থানে সোভিয়েট প্রণালীর প্রবর্ত্তন করবে। বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্রের প্রত্যেক অংশটিকে শ্রমিকেরা বিপ্লবের পরে ধূলিসাৎ করে দিতে বাধ্য। "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে" মার্কস্ প্রোলেটারিয়ান ডিক্‌টেটরসিপের মতবাদ প্রথম প্রচার করেন, কিন্তু, প্রোলেটারিয়ান ডিক্‌টেটরসিপ কি রাষ্ট্রীয় মূর্ত্তি গ্রহণ করবে সে বিষয়ে মার্কস্ "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে" কোন কথা ইচ্ছে করে বলেন নি। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অভাবেই মার্কস্ এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নি। "প্যারিস কমিউনের" ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লাভ করবার পর মার্কস্

প্রোলেটারিযান ডিক্‌টেটরসিপের রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তদানীন্তন ঐতিহাসিক অবস্থায় মার্কসের পক্ষে সম্ভব হয নি প্রোলেটারিযান ডিকটেটর-সিপেব মতবাদের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধন কবা। মার্কস্ এই মতবাদের কাঠামোটি তৈরী কবে দিযেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে লেনিন এই মতবাদেব সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধন কবেন। প্রোলেটারিয়ান ডিক্‌টেটরসিপের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য কি, প্রোলেটাবিযান ডিক্‌টেটবসিপ কি রূপ গ্রহণ করবে ইত্যাদি প্রোলেটারিযান ডিকটেটরসিপ সম্বন্ধীয যাবতীয সমস্যাব লেনিন সমাধান করেন। বর্ত্তমানকালেব শ্রমিক-আন্দোলনের বনিযাদ হচ্ছে প্রোলেটাবিযান ডিক্‌টেটরসিপ সম্বন্ধেই লেনিনের মতবাদ। মার্কসীয মতবাদের ক্ষেত্রে লেনিনের সর্ব্বোত্তম দান হচ্ছে প্রোলেটাবিয়ান ডিক্‌টেটরসিপের মতবাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন।

প্রলেটাবিয়ান ডিক্‌টেটরসিপের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ইম্পিরিয়ালিজম সম্বন্ধে লেনিনের মতবাদ সম্বন্ধে দু'কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। প্রোলেটারিয়ান বিপ্লব ও প্রোলেটারিয়ান ডিক্‌টেটরসিপের তাৎপর্য্য পরিস্কার করে বুঝতে গেলে তার আগে

ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের কাঠামো ও ইম্পিরিয়ালিজমের কাঠামো সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। কেননা ক্যাপিটালিজম মানবসমাজে যে উৎপাদনশক্তির সৃষ্টি করেছে একমাত্র সেই উৎপাদন শক্তিব ভিত্তির উপরেই প্রোলেটারিয়ান ডিক্‌টেটরসিপ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পাবে। কাউট্‌স্কির মতে ইম্পিরিয়ালিজম ক্যাপিটালিজমের শেষ পবিণত অবস্থা নয়। ইম্পিবিয়ালিজম হচ্ছে ক্যাপিটালিজমের একটি অংশ Heavy Industry-র মালিকদের নীতি, সমগ্র ক্যাপিটালিজমেব নীতি নয়। কাউট্‌স্কির এই ঘোরতব প্রতিক্রিয়াশীল মতেব একমাত্র সিদ্ধান্ত হ'তে পাবে এই যে কাউট্‌স্কির মতে ইম্পিরিয়া-লিজম, ক্যাপিটালিজমের একমাত্র পরিণতি নয়। ক্যাপি-টালিজম তার শেষ পরিণত অবস্থায ইম্পিরিয়ালিজমেব মূর্ত্তি ছাডা অন্য মূর্ত্তিও গ্রহণ করতে পাবে। কাউট্‌স্কির মতে "ফাইনান্স মূলধনের (Finance Capital) নীতি শান্তিময হ'তে পারে" অর্থাৎ কিনা কাউট্‌স্কিব মতে ইম্পিবিয়ালিজম শান্তিব পথ ধ'রে চলতে পারে। কাউট্‌স্কির এই মত থেকে আব একটা সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে যেহেতু (কাউটস্কির মতে) ইম্পিরিয়া-লিজম ক্যাপিটালিজমের শেষ পরিণত অবস্থা নয়,

ক্যাপিটালিজমের অন্য বিকাশ সম্ভবপর, যেহেতু ইম্পিবিয়ালিজম শান্তিময় নীতি অবলম্বন কবতে পারে সেই হেতু ইম্পিবিয়ালিজমের যুগে প্রোলেটারিয়ান বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী নয।

বিপ্লবের ঘোরতর পবিপন্থী কাউট্‌স্কির এই মতবাদের সমস্ত ভ্রান্তি লেনিন তাঁব প্রসিদ্ধ বই "ইম্পিরিয়ালিজমএ" প্রমাণ কবে দিলেন। লেনিন দেখালেন যে মানব-সমাজের উৎপাদন যন্ত্রের ব্যক্তিগত অধিকার বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিণতিব মধ্যে দিযে গিযে অবশেষে তাব শেষ পরিণত অবস্থায় ইম্পিরিযালিজমের রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য। লেনিন দেখালেন যে ক্যাপিটালিজমের এই শেষ পরিণত অবস্থায ক্যাপিটালিজমেব কাঠামোর ভিতরে ক্যাপিটালিজমের মূল ভিত্তির (উৎপাদনযন্ত্রের ব্যক্তিগত অধিকাব) বিরুদ্ধতাকাবী লক্ষণ সমূহ (ট্রাষ্ট, সিনডিকেট কারটেল) দেখা দিচ্ছে। লেনিন দেখালেন যে এ যুগে ব্যাঙ্কগুলো তাদের মূলধনেব জোবে মানবসমাজের সমস্ত উৎপাদনপ্রণালীব কর্ত্তৃত্ব করবে ও ক্যাপিটালিষ্ট রাষ্ট্রে তাদেব মোড়লীই এই যুগে একচেটে হবে। লেনিন আরো দেখালেন যে এই ফাইনান্স ক্যাপিটালের যুগে অর্থাৎ কিনা ইম্পিরিযালিজমের যুগ শান্তিময় হওয়া তো

দূবের কথা ভযঙ্কর সংঘর্ষের, অশান্তিব কালের সূচনা কববে। উপনিবেশগুলির শোষণের আত্যন্তিক বৃদ্ধি পাবে, ইম্পিবিয়ালিষ্ট দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীব অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হযে উঠবে, ইম্পিবিযালিষ্ট শক্তিগুলির মধ্যে বাজাব নিযে বেষাবেষিব ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং জনগণেব শোষণেব ফলে বিপ্লব অনিবার্য্য।

ইম্পিবিযালিজমের যুগ হচ্ছে বিপ্লবেব যুগ—এই শিক্ষা আমরা লেনিনেব কাছ থেকে পেযেছি। কাউটস্কি প্রভৃতি সোশাল ডেমোক্রাটীক নেতাবা যখন ইযোবোপের শ্রমিক আন্দোলনকে বিপ্লবের পথ থেকে সবিযে নিয়ে গিযে তা'কে ইয়োবোপেব বুর্জোযা সম্প্রদায়েব একটি অনুষ্ঠানে পবিণত কববাব প্রাণপণ চেষ্টা শুরু কবলো তখন লেনিনই শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোযাদেব চর এই সোশালিষ্ট নেতাদেব সমস্ত ধাপ্পা, চাতুবী আঘাতেব পর আঘাত কবে চূর্ণবিচূর্ণ কবে দিযেছিলেন।

উপনিবেশগুলির বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে লেনিনের মতেব সঙ্গে দ্বিতীয ইন্টাবন্যাশন্যালের মতেব আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। দ্বিতীয ইন্টাবন্যাশন্যাল যুদ্ধের আবম্ভের সূত্রপাত থেকে ইম্পিরিযালিষ্ট শক্তিগুলির বাজনীতির পূর্ণ সমর্থক হয়ে উঠ্‌লো। দ্বিতীয ইন্টার-

ন্যাশন্যালের সোশ্যালিষ্ট নেতাবা (কাউট্‌স্কি, হিলফার্ডিং, ম্যাকডোনাল্‌ডেব দল) বললো যে উপনিবেশগুলিকে এখনো দীর্ঘকাল ধরে ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন প্রণালীর প্রতিষ্ঠার কাজে আপনাদেব নিযোগ কবতে হবে। যখন সেই ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন প্রণালীব সম্যক প্রবর্ত্তন উপনিবেশগুলিতে সম্পন্ন হবে তখনই কেবল সোশ্যালিজ-মের জন্যে উপনিবেশগুলি তৈবী হবে। যতদিন না উপনিবেশগুলি ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন প্রণালীব সম্যক প্রতিষ্টা কবতে পাবছে ততদিন তাদেব ইম্পিবিযালিষ্ট শক্তিগুলিব অভিভাবকত্ব স্বীকাব কবতেই হবে। ইম্পি-বিযালিষ্টদেব পোষ্য জীব হিসেবে দ্বিতীয ইন্টাবন্যাশন্যালেব সোশালিষ্ট নেতাবা সমস্ত লজ্জাব মাথা খুইয়ে এই সর্বস্ব ইম্পিবিযালিষ্ট মতবাদ প্রচাব কবলো।

সোশ্যালিষ্টদেব এই ঘোবতব প্রতিক্রিযাশীল ইম্পিবিযালিষ্ট মতবাদেব খণ্ডন কবে লেনিন বল্লেন যে ক্যাপিটালিষ্ট' উৎপাদন প্রণালীব প্রবর্ত্তন পিছিয়ে পড়ে আছে। তিনি বল্লেন যে উপনিবেশগুলিকে, যে ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন প্রণালীর চূড়ান্ত প্রবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত সোশ্যালিজমেব জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হবে তার কোন হেতু নাই, ক্যাপিটালিষ্ট উন্নতিতে পেছিয়ে-পড়া

উপনিবেশগুলি ইয়োরোপের শ্রমিকদের সাহায্যে ক্যাপি-টালিজমের পথে শেষ পর্য্যন্ত না গিয়ে একেবারে সোশ্যালিজমে পৌঁছতে পাবে। লেনিনের এই উক্তির আশ্চর্য্য গভীবতা যাঁরা একটু তলিয়ে চিন্তা করতে পারেন তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

লেনিনেব এই মতের বাস্তব ফলাফল হচ্ছে এই যে, উপনিবেশগুলিকে যে এখনো দীর্ঘকাল ইম্পিবিয়ালিষ্ট শক্তিগুলিব অভিভাবকত্ব স্বীকার করে থাকতে হবে— দ্বিতীয় ইণ্টাবন্যাশন্যালের সোশ্যালিষ্টদেব এই সম্পূর্ণ ইম্পিবিযালিষ্ট নীতি ধ্বংসেপড়লো।

লেনিন শুধু এইটুকুতেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি দেখালেন যে ইযোবোপেব শ্রমিক-বিপ্লবের সঙ্গে উপনিবেশগুলির বিপ্লব-আন্দোলনের কি ঘনিষ্ট যোগ বযেছে। লেনিন দেখালেন যে পশ্চিম জগতের শ্রমিক শ্রেণীব ক্যাপিটালিজমের উপর জযলাভ করা অসম্ভব যতদিন না উপনিবেশগুলিতে ক্যাপিটালিজম ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, ঠিক সেই একই কারণে পশ্চিম জগতের শ্রমিক শ্রেণী যতদিন না বিপ্লব শুরু করছে ততদিন উপনিবেশ-গুলির পক্ষে ইম্পিরিযালিজমের কবল থেকে ত্রাণ পাওয়া অসম্ভব।

লেনিন

সমস্ত বিশ্ব-জোড়া বিপ্লবের অকাট্য কারণগুলি লেনিন সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিকদের, শোষিতদের দেখিযে দিযেছেন।

লেনিন সমস্ত পৃথিবীব সর্ব্বহারাদের একটি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের বেদীতলে মিলিত করবার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমস্ত দেশেব কমিউনিষ্ট পার্টি আজ এই বিশ্ব-সঙ্ঘের নেতৃত্বে বিশ্ব-মানবেব মুক্তিব সংগ্রাম পবিচালনা কবছে। আন্তর্জাতিক বিশ্ব-সঙ্ঘেব ভিতর দিযে সমস্ত পৃথিবীকে সোশ্যালিজমের স্তবে নিযে যাবাব জন্য লেনিন যতটুকু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকাব কবেছেন তা বোধহয কোনো বলশেভিক নেতা কবেন নি। লেনিনেব আবদ্ধ কাজ কবে চলেছে বিশ্বের সর্ব্বহারাগণ।

বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকেব নেতা হিসেবে প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবেব নীতিকে পুষ্ট করতে এবং শ্রমিকদেব বিপ্লবমূলক দল গঠন কবতে লেনিন ত্রিশবৎসরেব চেয়েও দীর্ঘকাল যে অক্লান্ত পবিশ্রম করেছেন তাবই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এতক্ষণ দেবার চেষ্টা কবেছি। এবাব মানুষ হিসেবে লেনিন কি ছিলেন তাব সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে চাই।

লেনিনের সাধারণ জীবন

এই মহা-বিপ্লবীর কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ছিলো। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্ধ্যে বেলায় সহকর্ম্মীদের সঙ্গে বসে গান শোনার মত লেনিনের কাছে আর কোন কিছুই এত আনন্দের ছিলো না।

কমরেড লেপেসিন্স্কি এই রকমের একটি সন্ধ্যের চমৎকার বর্ণনা আমাদের উপহার দিয়েছেন।

"কমরেড্ গুসেভের গলা তখন বেশ মিষ্টি, শ্রুতিমধুর ছিলো। গুসেভ তাঁর জোরাল গলায় ডারোগিমিস্কির রোমান্স গাইতে শুরু করলেন। আমরা সবাই চুপ করে শুনতে লাগলুম। ভ্লাডিমির ইলিচ (লেনিন) দেয়ালেতে ঠেস দিয়ে কৌচের উপর বসে ছিলেন। তাঁর হাতদুটি জানুর উপর রাখা ছিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিলো যে সেই সময়ের জন্যে তিনি যেন নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে সেই সুরের মধ্যে তলিয়ে গেছেন।"

কবিতার পরে তাঁব অনুবাগ তেমনি প্রবল ছিলো। তাঁব ভাগ্যে বিশ্রাম খুব কদাচিতই ঘটেছে কিন্তু যখনই বিশ্রাম কববাব জন্য কাজ থেকে কযেক দিনেব ছুটি নিতেন তখন তাঁর সঙ্গী হোত সেক্সপীযাবেব ড্রামা ও সিলাব, বাইবণ, পুস্কিনেব কবিতা।

একেবাবে সাদা-সিদে নিরহঙ্কার, বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন লেনিন। কমবেড কথাটি বোধহয কারো সম্বন্ধে এমন খাটে না যেমন লেনিনেব সম্বন্ধে খাটে। নিজে দিনেব পব দিন অক্লান্ত পরিশ্রম কবে চলেছেন, একদিনেব জন্যেও নিজে বিশ্রাম নিচ্ছেন না, অথচ সহকর্ম্মীবা যাতে কাজ থেকে অবসব নিযে বিশ্রাম কবে, তাদেব যেন শীতে কষ্ট না হয তাব জন্যে তাঁব দুর্ভাবনার অন্ত ছিলো না। সকলেই তাঁব কাছে গিযে আপনাব সুখ-দুখেব কথা জানাতে পাবতো। শ্রমিক, কৃষক সকলের অবাবিত দ্বাব ছিলো লেনিনের কাছে। সমস্ত অন্তব দিযে তিনি দুঃখী মানুষকে ভালোবাসতেন, তাব দুঃখকে লাঘব কবতে চেষ্টা করতেন।

এই অসাধাবণ জ্ঞানী পুরুষ অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদেব আদবেই তাচ্ছিল্যেব চোখে দেখতেন না। অশিক্ষিত শ্রমিক, কৃষক প্রত্যেকেব কথা তিনি অত্যন্ত

আদরের সঙ্গে শুনতেন। সহকর্ম্মীদের সমস্ত ভুলভ্রান্তি তিনি গুরুর মত অসীম স্নেহে সংশোধন করে দিতেন।

অসাধারণ প্রতিভা, অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও বিরাট মনুষ্যত্ব এই তিনের অনুপম সম্মিলনের সর্ব্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছেন লেনিন।

আর একটি কথা না বল্লে লেনিনের জীবনী ও কর্ম্মজীবন অসমাপ্ত থেকে যায়। লেনিন তাঁহার বিপ্লবী জীবনের চির-সহচরী রূপে পেয়েছিলেন নাদেজা ক্রুপস্কায়াকে। এই বিপ্লবী-নারী একাধারে কমরেড-বন্ধু ও পত্নীরূপে লেনিনের পাশে ছায়ার ন্যায় দাঁড়িয়ে থেকে লেনিনকে সর্ব্বতোভাবে রুশীয় জনগণের মুক্তি-আন্দোলনে সহায়তা করেছেন।

লেনিনের মাতৃভক্তি ও ভাইবোনদের ওপর কম ভালবাসা ছিল না। তিনি মাকে ও বোনেদের যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। মাকে যে-সব চিঠি তিনি দিয়েছিলেন তা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আজ আর লেনিন বাঁচিয়া নেই। জীবনের আরব্ধ ব্রতকে শেষ করার আগেই তিনি পৃথিবী হতে চিরবিদায় নিলেন। বিশ্বাসঘাতক প্রতিক্রিয়াশীল সোশ্যালিষ্ট রেভোলিউশনারীরা লেনিনকে গুপ্তভাবে হত্যা করবার

বহু চেষ্টা করেছিল। লেনিনের ওপর দু'দুবার তাবা গুলি ছোড়ে। একবার গুলি লেনিনের দেহ ভেদ করে চলে যায় ও তিনি সেবার আরোগ্যলাভ করেন। আব একবারও তিনি গুলির আঘাতে জখম হন এবং দেড বছর শয্যাশায়ী থাকেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বেশ সেরে ওঠছিলেন। নেভবার পূর্ব্বে যেমন প্রদীপ জ্বলে ওঠে পুনরায নিভে যায় তেমনি লেনিনের জীবন প্রদীপও জ্বলে ওঠে। তিনি বেশ আরোগ্য হয়ে ওঠছিলেন কিন্তু দেহের ভেতবটা তাঁর ঝাঝরা হয়ে গিয়ে ছিল। গুলির যে বিষ তাঁর দেহে প্রবেশ করেছিল তাহা লেনিনের দেহকে জর্জ্জবিত করে ফেলল'—তিনি তার হাত থেকে আর উদ্ধার পেলেন না।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুযারী মস্কো সহবের বাইরে গর্কি বলে যে ক্ষুদ্র গ্রাম আছে সেই গ্রামে লেনিনের মৃত্যু হয়।

যা নশ্বব তা ধূলোয মিশে গেছে কিন্তু জীবিত অবস্থায় যেমন তিনি সমস্ত বিশ্বেব সর্ব্বহারাব একমাত্র নেতা ছিলেন মরণের পর আজিও ঠিক তেমনটিই আছেন। তাঁর বাণী পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। সমস্ত বুর্জ্জোয়া গভর্ণমেণ্টরা শত চেষ্টা

কবেও তাকে রোধ করতে পারেনি আর পারবেও না। লেনিনের বাণী সফল হবে, প্রোলেটারিয়ান ডিকটেটরসিপের সাময়িক অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মানব-সমাজ শ্রেণীভেদলুপ্ত অবস্থাতে নিশ্চয়ই পৌঁছবে।

শেষ